সংবাদ
16 MAR 2003

বিসিএস পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁস এবং অভিভাবকের প্রতিক্রিয়া

বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক গৃহীত ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে একজন অভিভাবক হিসাবে আমি ভীষণভাবে মর্মাহত এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমার প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

আমরা সবাই জানি বর্তমান বাংলাদেশে সর্বাধিক সরকারী চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সরকারী কর্মকমিশনের স্থান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধে। কর্মকমিশনের কার্যাবলী শুধুমাত্র সরকারী চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদফতর, দফতর ইত্যাদির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির পদোন্নতি, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পদাবনতি, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, শাস্তির সুপারিশ ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কর্মকমিশনকে সারা বছর ব্যস্ত থাকতে হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সরকারী কর্মকমিশন বলতে এককভাবে কোন ব্যক্তিকে বোঝায় না। চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের সমন্বয়েই কমিশন গঠিত। সুতরাং কমিশনের আওতাভুক্ত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এককভাবে চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য কখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন না। আমার জানা মতে, এ প্রক্রিয়ায় যে কোন বিসিএস পরীক্ষার কমিটি কমিশনের চেয়ারম্যান, নির্দিষ্ট পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবর্গ এবং উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস এই একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য কমিশনকে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিজি প্রেসের ওপর নির্ভর করতে হয়। পত্রিকা অনুযায়ী ২৪তম বিসিএস পরীক্ষায় আনুমানিক এক লাখ বিশ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সমুদয় প্রশ্নপত্র, টাইপ, মুদ্রণ এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকাণ্ডে বিজি প্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ পিএসসির অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সারা দেশে আনুমানিক ১০০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে এবং সম্ভবত পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগ কর্মকমিশনসহ কোন কেন্দ্রেই পৌঁছেনি। কোন কোন বিশেষ স্থানে এ জাতীয় অভিযোগ করা হলেও সময়মতো তা কর্মকমিশনকে অবহিত করা হয়নি। যখন কর্মকমিশনের কাছে এ জাতীয় অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল সে সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারার ব্যর্থতা এককভাবে চেয়ারম্যান অথবা অন্য কারও নয় বরং এটি পূর্ণ কমিশনের ব্যর্থতা। কিছুদিন পূর্বে কর্মকমিশন কর্তৃক গৃহীত ২১তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল এবং ২২তম-এর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে কোন অভিযোগ ছাড়াই। অনেকের মুখে সুষ্ঠুভাবে ফল প্রকাশের জন্য কর্মকমিশনের প্রশংসা শুনেছি। সেই একই কমিশনের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগ অত্যন্ত গভীরভাবে তদন্তের প্রয়োজন রাখে। কারণ, আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই প্রক্রিয়ায় অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। উপরন্তু এও জানা যায় যে, সরকারী কর্মকমিশনে বর্তমানে কর্মরত সদস্যবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুপিং একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাহানি করছে। শুধু তাই নয়, যতদূর জেনেছি বর্তমান চেয়ারম্যান কর্মকমিশনে যোগদানের পর কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁদের দায়িত্বে অবহেলা ও অসাধুতার জন্য বিভিন্ন স্থানে বদলি করেছেন। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের অসহযোগিতাও এখানে বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করছে। সবশেষে আমি মনে করি, বাংলাদেশের জনগণের সরকারী কর্মকমিশনের প্রতি যে অগাধ আস্থা, তা কোনভাবেই মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারণে নস্যাৎ হোক তা কারও কাম্য নয়। একটি পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় যেহেতু অনেকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সে কারণে সরকারের উচিত একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারী কর্মকমিশনের প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্ত করা এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই সাথে বর্তমানে এ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ, কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি উত্থাপন না করে প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য দাবি উত্থাপন করা। এটা করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে কর্মকমিশন এ জাতীয় অপবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং চাকরি প্রত্যাশীরাও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাদের হারানো বিশ্বাস ফিরে পাবে- এই আমার বিশ্বাস।

চৌধুরী গোলাম মাহমুদ
সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।

বুয়েটের শূন্য আসন এবং কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত

বুয়েট দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ, নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রম, ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তরিকতা-এ সব কিছু মিলিয়ে বুয়েটে চান্স পাওয়া সব ছাত্রের কাছেই অনেকটা স্বপ্নপূরণের মতো। কিন্তু আসন স্বল্পতার কারণে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই (৮১০টি) বুয়েটে পড়াশোনার সুযোগ পায়। এ বছর ভর্তি কমিটির অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে বেশ কিছু সিট ফাঁকাই থেকে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যেখানে ওয়েটিং লিস্টের ছাত্রদের সুযোগ পাবার কথা। প্রতিবারের মতো এ বছরও বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মেডিক্যাল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে। ফলে দেশের সব মেধাবী ছাত্রই এ ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। প্রতিবছর যারা চান্স পায় তাদের বিরাট একটা অংশ পরে মেডিক্যাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে অনেকেই বুয়েটে ভর্তি বাতিল করে মেডিক্যাল কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স, ফার্মেসি প্রভৃতি সাবজেক্টে ভর্তি হয়। তখন খালি হয়ে যাওয়া বুয়েটের সিটগুলো পূরণের জন্য ওয়েটিং লিস্ট থেকে ছাত্রদের ডাকা হয়। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার পর পরই অল্পদিনের ব্যবধানে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে বুয়েটে নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের লেভেল-১ টার্ম-১ এর ক্লাস শুরু হয়। ভর্তি কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ক্লাস শুরুর পর কেউ ভর্তি বাতিল করে চলে গেলে ঐ শূন্য আসন পূরণের জন্য নতুন করে ওয়েটিং লিস্ট থেকে কাউকে ডাকা হবে না। ঐ শূন্য আসনগুলো শূন্যই থেকে যাবে। ইতোমধ্যে অনেক ছাত্র ভর্তি বাতিল করে চলে গেছে এবং প্রতিদিনই যাচ্ছে। অথচ বুয়েট কর্তৃপক্ষ ওয়েটিং লিস্টের ছাত্রদের জানিয়ে দিয়েছে, তাদের আর খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ আগের বছরগুলোতে ক্লাস শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহ পরেও খালি হয়ে যাওয়া সিটগুলো পূরণে ওয়েটিং লিস্ট থেকে ছাত্রদের ডাকা হতো। এ বছর রেজিস্ট্রেশনে জটিলতার তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে এ নিয়ম বাতিল করা হয়। সিট ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও যদি ওয়েটিং লিস্টের ছাত্রদের না ডাকা হয় তাহলে এত টাকা খরচ করে তাদের ডাক্তারী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর যৌক্তিকতা কোথায়? আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র একটি দেশে সরকারকে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয় একটি ছাত্রকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে। সেখানে একটা সিটও খালি রাখার অর্থ হচ্ছে বিশাল অপচয়। আর রেজিস্ট্রেশনে জটিলতার মতো তুচ্ছ একটি কারণ দেখিয়ে ৪০-৫০টি সিট খালি রেখে কোটি কোটি টাকা অপচয় করার মতো বিলাসিতা কি আমাদের মতো দরিদ্র একটি দেশের শোভা পায়। আর ওয়েটিং লিস্টের ছাত্ররাই বা কি দোষ করল। তারা তো নিজ যোগ্যতাবলেই ওয়েটিংয়ে চান্স পেয়েছে। তারা কি আশা করতে পারে না, বুয়েটে খালি সিটগুলোতে ভর্তি হবে। যদি বুয়েট কর্তৃপক্ষ মনে করে, ক্লাস শুরুর পর আর কোন ছাত্রকে ওয়েটিং লিস্ট থেকে ডাকা হবে না, তবে তাদের ক্লাস শুরু করা উচিত ছিল মেডিক্যাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি শেষ হওয়ার পর। যা হোক, আমি এ ব্যাপারে সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বুয়েট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি এ সিদ্ধান্তটি বিবেচনা করার জন্য।

প্রকৌশলী বাপী আহমেদ
ধানমণ্ডি, ঢাকা।